সংবাদ

তারিখ 22 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

শিক্ষাক্ষেত্রে বাণিজ্য, অরাজকতা অব্যস্থাপনা, দুর্নীতি

হাবিবুর রহমান স্বপন

শিক্ষাক্ষেত্রে চলছে হ-য-ব-র-ল অবস্থা। প্রাইভেট পড়ানো বন্ধ করা যাচ্ছে না। শিক্ষকদের বদলি নিয়ে চলছে বাণিজ্য। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। শিক্ষকরা সৃজনশীল প্রশিক্ষণ পাওয়ার পরেও ফলাফল শূন্য। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা অব্যাহত আছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব ক্যাম্পাস নেই, ভিসির পদ শূন্য।

এছাড়াও সরকারের নেয়া বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে চলছে অব্যবস্থাপনা। প্রতিটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা প্রকল্পের কোন অগ্রগতি নেই। যেসব উপজেলায় সরকারি মাধ্যমিক স্কুল-কলেজ নেই, সেগুলোতে এখনো স্কুল-কলেজ সরকারি করা যায়নি। কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণে কোন সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথাযথভাবে শিক্ষা না পাওয়ায় কিন্ডার গার্টেন শিক্ষা গ্রাম পর্যায়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে তালগোল পাকিয়ে ফেলছে শিক্ষা প্রশাসন। খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত দুই বছরের এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অর্ধেকই সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারছেন না। এর ফলে নিষিদ্ধ নোট-গাইড বইয়ের ওপর নির্ভর করেই মূলত সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থা টিকে আছে বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন। সৃজনশীল পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ প্রশ্ন করতে পারে ৫২ দশমিক ৯৭ শতাংশ শিক্ষক এবং আংশিক প্রশ্ন করতে পারেন মাত্র ২৭ দশমিক ৪৮ শতাংশ শিক্ষক। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়েনি।

২০১০-এর শিক্ষা নীতিতে দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। সুশিক্ষা ও মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষক। এ প্রসঙ্গে অশতিপর বিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. খোরশেদ আলম মন্তব্য করলেন, 'মেধাবীরা যতদিন শিক্ষকতা পেশায় না আসবে বা নিয়োগ দেয়া হবে ততদিন এই অবস্থার উন্নতি হবে না। ভালো ছাত্রছাত্রী যদি শিক্ষক হয় তা হলে তারা শিক্ষার নতুন নতুন কৌশল নতুন নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে খুব স্বল্প সময়ে আয়ত্ত করতে পারবেন এবং তা প্রয়োগও করতে পারবেন। যে শিক্ষক নিজেই কিছু জানেন না বা দুর্বল তিনি কি করে সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি বুঝবেন? এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বললেন, 'আমাদের দেশে শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি মোটেই সন্তোষজনক নয়। এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা স্কুল-কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হন। তারা তাঁদের প্রভাব খাটিয়ে নিজের আত্মীয়-স্বজন অথবা দলীয় অনুসারীদের অথবা উৎকোচের বিনিময়ে খারাপ শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন। সেইসব দুর্বল শিক্ষক কি শিক্ষা দেবেন?' অভিজ্ঞ এ শিক্ষক আরও বললেন, 'মাছ কুটে ভালো করে ধুয়ে রান্না করতে হয়, তা না হলে রান্না যত ভালো করেই করা হোক না কেন, তা খাবার উপযোগী হবে না, তা ছাড়া পচা মাছ যত ভালো করে বা যত্ন করে রান্না করা হোক না কেন, তা খাওয়া যাবে না।' শিক্ষার যথাযথ উন্নতি চাইলে প্রথমে দরকার ভালো ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষকতার মতো গুরুত্বপূর্ণ পেশায় নিয়োগ দেয়া।

সংবাদপত্রেই খবরটি পড়লাম। শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন কমিটির সদস্য সচিব ও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির (নায়েম) সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক শেখ ইকরামুল কবির বলেছেন, 'আসলে সৃজনশীল বিষয়ে প্রশিক্ষণের নামে ঋণের অর্থে বিদেশ ভ্রমণের প্রতিযোগিতা চলছে। আমলা, একান্ত কর্মকর্তা ও সুযোগ সন্ধানী শিক্ষা কর্মকর্তারা ঘনঘন বিদেশ ভ্রমণ করছেন। প্রকৃত শিক্ষকরা বিদেশে প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন না। প্রশিক্ষকদেরও তা দেয়া হচ্ছে না। আবার দেশে যে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় তা কেবল খাওয়া-দাওয়া ও ভাতা নেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এজন্য বড় বড় প্রকল্পের হাজার হাজার কোটি টাকা অপব্যয় হচ্ছে। দেশের ঋণের বোঝা বাড়ছে।' এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সেসিপ' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হচ্ছে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে। মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপব্যবহার হচ্ছে নানা কৌশলে!

কোচিং বাণিজ্য ঠেকাতে ঢাকার ২৪টি সরকারি বিদ্যালয়ের প্রায় সাড়ে ৫শ' শিক্ষককে বদলির সুপারিশ করেছে সম্প্রতি দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। যেসব শিক্ষককে বদলির সুপারিশ করা হয়েছে তারা সবাই একই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে কোচিং বাণিজ্য করছেন। কোচিং বাণিজ্যের নামে এইসব শিক্ষকরা অভিভাবকদের জিম্মি করে মোটা টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। দুদকের তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই শিক্ষকরা ১০ বছর থেকে ৩৩ বছর পর্যন্ত এক বিদ্যালয়েই রয়েছেন। তারা দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতার পাশাপাশি কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে অর্থ উপার্জন করছেন।

কোচিং বা প্রাইভেট পড়ানো বন্ধ করার কথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী থেকে শুরু করে সব কর্মকর্তারা বলছেন দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। বন্ধ করা যায়নি গাইড বা নোট বই। শুধু শিক্ষকদের দোষারোপ করলে যথার্থ হবে না। কারণ শিক্ষকগণ একই স্কুলে কি করে বছরের পর বছর চাকরিরত আছেন? এর জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাও জড়িত। বদলি নিয়ে চলে বাণিজ্য। বদলি না করার জন্যও উৎকোচের লেনদেন হয়, যা 'ওপেন সিক্রেট'। ঢাকার বাইরের অন্যান্য জেলা শহরেরও একই চিত্র। জেলা শহরে সাধারণত একটি বালক এবং একটি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। এক স্কুল থেকে অপর স্কুলে বদলি করা হলেও উক্ত শিক্ষক থাকেন সেই শহরেই। তাতে তার প্রাইভেট বা কোচিং বাণিজ্যে কোন অসুবিধা হয় না। এভাবে চাকরির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উক্ত শিক্ষকের চলে কোচিং বাণিজ্য।

সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বদলি নিয়ে চলে বাণিজ্য। পাবনা সরকারি শহীদ বুলবুল কলেজের অধ্যক্ষ রয়েছেন প্রায় ছয় বছর। সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পরেও অজ্ঞাত কারণে তাকে বদলি করা হয়নি।

ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিয়ে গবেষণা হওয়া দরকার। এবারও জুনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষার (জেএসসি) প্রথম দিনে ৬০ হাজার ৮৯৩ জন শিক্ষার্থী অনুপস্থিত। এই অনুপস্থিতির কারন কি? অনুসন্ধান করলে বড় ধরনেই ঘাপলা আবিষ্কার হবে। আমার জানা মতে গ্রামাঞ্চলে এমন কিছু স্কুল আছে, যেসব স্কুলে মাত্র দুই বা তিনজন শিক্ষক। আবার কিছু স্কুল আছে যেগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র একশ' বা তারও কম। অথচ ওই সব স্কুলে খাতা-কলমে বেশি শিক্ষার্থী দেখানো হয়। বেশি শিক্ষার্থী দেখানোর পেছনেও আছে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য। বেশি শিক্ষার্থী দেখিয়ে বই বরাদ্দ নেয়া হয়। পরে এইসব বিনামূল্যের বই বাজারে বিক্রি করা হয়। এই বাণিজ্য প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিক্ষক ও স্কুল ইন্সপেক্টররা জড়িত থাকেন।

আরও একটি খবর পড়লাম সংবাদপত্রে। তা হলো– শিক্ষামন্ত্রী ও সচিবসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিদেশ সফরে থাকায় উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি নীতিমালা-২০১৭ এখনও চূড়ান্ত করতে পারেনি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)।

পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করা যাচ্ছে না। শিক্ষামন্ত্রী অতি সম্প্রতি প্রশ্নপত্র ফাঁসে শিক্ষকদের দোষারোপ করেছেন। গত কয়েক বছর মেডিকেল এবং ডেন্টাল কলেজে ভর্তিতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ করা হলেও এবারে এই অভিযোগ পাওয়া যায়নি। এর কারণ কি? বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের খবর থেকে এবং বিভিন্ন সূত্রে জানা গেল, এবার মেডিকেল এবং ডেন্টাল কলেজে ভর্তিতে প্রশ্নপত্র তৈরি, ছাপানো এবং তা কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছানো পর্যন্ত কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো ঘটনা এড়ানো গেছে। এর চেয়েও সত্যটা হচ্ছে প্রশ্নপত্র তৈরি, ছাপানো এবং বণ্টন ব্যবস্থা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তার শতভাগ শততার সঙ্গে তা সম্পন্ন করেছেন। তাই প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো জঘন্য ঘটনা থেকে রক্ষা পওয়া গেছে। এতে প্রমাণিত হয়েছে, এই দেশে সৎ-নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এখনও অনেকেই আছেন।

উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম-অব্যস্থাপনার কথা প্রায়ই সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে চলছে অরাজকতা। শিক্ষক নিয়োগে মেধাকে বা ভালো ফলাফলের চেয়ে উৎকোচের বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত খারাপ ফলাফল করা ব্যক্তিকে চাকরি দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। এমন কয়েকটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্তও হয়েছে এবং হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে সান্ধ্যকালীন কোর্স। এই কোর্সকে ইতোমধ্যেই সরাসারি বাণিজ্য বলে চিহ্নিত করেছে সরকারেরই বিভিন্ন এজেন্সিগুলো। এছাড়াও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণাঙ্গ ভাইস চ্যান্সেলর নেই। ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর দিয়ে চলছে ২৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বেশিরভাগেরই নেই নিজস্ব ক্যাম্পাস। ভাড়া বাড়িতে ছোট্ট পরিসরে চলে ক্লাস। সরকার বারংবার নিজস্ব ক্যাম্পাস করার তাগাদা দেয়ার পরেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা অনিয়ম-দুর্নীতি চলছে, আর্থিক অনিয়ম তার অন্যতম। ইতোমধ্যেই রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের দুর্নীতির নথি পর্যালোচনা করছে দুদক। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিট যথাযথভাবে হয় না তা সংবাদ মাধ্যমের খবরেই পড়লাম।

বর্তমান সরকার বহু আগে ঘোষণা করে যে, যেসব উপজেলায় সরকারি স্কুল-কলেজ নেই সেসব উপজেলায় একটি করে কলেজ ও একটি করে বালক ও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সরকারি করা হবে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এটি ছিল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। দীর্ঘ প্রায় ৯ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। নানা জটিলতায় তা বাস্তবায়নে ধীরগতি।

কেন এই ধীরগতি বা বিলম্ব? তালিকা হয়েছে। যেসব স্কুল-কলেজ সরকারি করা হবে সেগুলোতে চিঠিও দেয়া হয়েছে। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ওই সব প্রতিষ্ঠানে সব প্রকার মেরামত কাজ এবং শূন্য পদে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করা য়াচ্ছে না। বহু পদ শূন্য অথচ নিয়োগ বন্ধ। কেন কি কারণে সরকারের এই মহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। তা নিয়ে নানা কথা বাজারে প্রচলিত আছে। স্কুল-কলেজ সরকারিকরণের তালিকা নিয়েই প্রথম জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এলাকার সংসদ সদস্য একটি প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়েছেন। আর সরকারি কর্মকর্তাদের দেয়া তালিকায় রয়েছে ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম। অনেক স্থানের পুরাতন বা প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে সংসদ সদস্যের পছন্দের নতুন প্রতিষ্ঠানের নাম পাঠানো হয়েছে বা তিনি সেই প্রতিষ্ঠানকে সরকারি করার জন্য সুপারিশ করেছেন। তাতে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এতে বিলম্বিত হচ্ছে সরকারিকরণের কাজটি। সরকারিকরণের ক্ষেত্রে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপজেলা সদরে অবস্থিত সেই প্রতিষ্ঠানকে প্রাধান্য দেয়ার সরকারি নীতিমালাও অনেক ক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের আরও একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সরকারের সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনা : প্রতিটি উপজেলায় একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা। সরকারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কোন অগ্রগতি নেই।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান শিক্ষা বা কারিগরি শিক্ষার গুরুত্বারোপ করে বলেছিলেন, 'কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে আমাদের সন্তানদের'। তিনি এভাবে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছি শিক্ষায়। বিশ্ব আজ বিজ্ঞান বা কারিগরি শিক্ষায় অনেক অগ্রসর, অথচ আমরা এখনও মান্ধাতা আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি। হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে হবে নতুন প্রজন্মকে। তা না হলে আমরা বিশ্বের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারব না।

সর্বোপরি শিক্ষাক্ষেত্রের সব প্রতিবন্ধকতা এবং দুর্নীত প্রতিরোধ করতে হবে। এর জন্য দরকার একাগ্রতা বা সততা। যেহেতু শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি অর্থ বরাদ্দ বেশি তাই এখানে দুর্নীতিও ব্যাপক। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা যায় কি-না তা ভেবে দেখতে হবে। উল্লেখ্য যা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ বেশ কয়েকটি রয়েছে।

মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা মনিটরিং জোরদার করা দরকার। নানা প্রকার পাবলিক পরীক্ষার কারণে কলেজগুলোতে ক্লাস হয় না। পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য প্রতিটি উপজেলায় কম পক্ষে দুটি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

সর্বোপরি ভাল শিক্ষক নিয়োগ, প্রাইভেট ও কোচিং শিক্ষা বন্ধ করে শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। অন্যথায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিক্ষার চেয়ে কুশিক্ষা পাবে যা হবে দেশ ও জাতির জন্য দুর্ভাগ্যের।

[লেখক : সাংবাদিক, কলামিস্ট]
hrahman.swapon@gmail.com